



১৫-সূরা আল হিজর

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১০০ আয়াত এবং ৬ রুকু আছে ।

১৪ শ পাতা

১। 'আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। আলিফ লাম রা । এইগুলি এক কামিল (পূর্ণ) কিতাব এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কুরআনের আয়াত।

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ ۝ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِیْنٍ ۝

৩। যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহারা প্রায়ই কামনা করে: হায় ! তাহারাও যদি মুসলমান হইত।

زُیْمًا یُوَدُّ الْوٰثِقَیْنَ ۝ كَفَرُوْا وَلَوْ كَاٰنُوْا مُسْلِمِیْنَ ۝

৪। তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও যেন তাহারা আহার-বিহার এবং সুস্থ-ভোগ করিয়া বেড়ায় এবং বৃথা আশা-আকাংখা তাহাদিগকে গাফেল করিতে থাকে, অতএব অচিরেই তাহারা (ইহার পরিণাম) জানিতে পারিবে ।

ذَرُوْهُمْ یَاۡكُلُوْا وَیَسْتَبْخِرُوْا وَیُلْهِیْهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْۤا یَمْلِكُوْنَ ۝

৫। এবং আমরা কখনও কোন জনপদকে (পূর্ব হইতে) উহার জন্য স্থিরীকৃত বিধান বাত্বিরেকে ধ্বংস করি না ।

وَمَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْیَةٍۭ اِلَّا وَلَهَا كِتٰبٌ مَّعْلُوْمٌ ۝

৬। কোন জাতি তাহার (ধ্বংসের) মিম্বাদকে ছাড়াইয়া (বাঁচিয়া) যাইতে পারে না এবং পিছনেও থাকিয়া যাইতে পারে না ।

مَا تَكُوْنُ مِنْ اُمَّةٍۭ اَجَلُهَا وَمَا یَسْتَاخِرُوْنَ ۝

৭। এবং তাহারা বলিল, 'হে ঐ ব্যক্তি যাহার উপর এই যিকুর (কুরআন) নাযেল করা হইয়াছে, নিশ্চয়ই তুমি পাজল,

وَقَالُوْا یٰۤاٰیٰهَا الَّذِیْ نَزَّلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ اِنَّكَ لَجُنُوْنٌ ۝

৮। যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে কেন আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তাদিগকে আনয়ন কর না ?'

لَوْ مَا تَاٰیٰتِنَاۤ اِلَّا بِاٰیٰتٍۭ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝

৯। আমরা ফিরিশ্‌তাপনকে অবতীর্ণ করি না, যথার্থ প্রয়োজন বাত্বিরেকে এবং (যখন তাহাদিগকে অবতীর্ণ করি) তখন তাহাদিগকে (কাফেরদিগকে) অবকাশ দেওয়া হয় না ।

مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَۭ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَاٰنُوْا اِذَا مُنْظَرِیْنَ ۝

১০। নিশ্চয় আমরাই এই যিকুর (কুরআন) নাযেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরাই ইহার হিফায়তকারী ।

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝

১১। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বেও প্রাচীন সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে (বহু রসূল) প্রেরণ করিয়াছিলাম ।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِیۡ شَیْخِ الْاَوَّلِیْنَ ۝

১২। এবং তাহাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই
যাহার সহিত তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নাই।

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

১৩। এইরূপেই আমরা অপরার্থীদের অন্তরে উহা
(বিদ্রূপ করার প্রবণতা) প্রবেশ করাইয়া দিই,

كَذَلِكَ نَسُفُّكَ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝

১৪। তাহারা ইহা (কুরআনের) উপর ঈমান আনে না, অথচ
পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত গত হইয়া গিয়াছে।

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝

১৫। এবং যদি আমরা তাহাদের উপর আকাশের কোন দরজা
খুলিয়া দিই এবং তাহারা উহাতে আরোহণ করিতে থাকে,

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝

১৬। তথাপি তাহারা অবশ্য এইরূপেই বলিতে থাকিবে,
"আমাদের চক্ষুগুলিকে কেবল মাত্র সম্বাহিত করা হইয়াছে; বরং
আমরা এমন এক জাতি যাহাদিগকে যাদু করা হইয়াছে।"

بَلْ لَقَالُوا إِنَّمَا بُرِّئُوا بِأَبْصَارِنَا بَلْ عَنْ قَوْمٍ مُّسَوِّدِينَ ۝

১৭। এবং আমরা আকাশে কল্পপথসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি এবং
দর্শকদের জন্য উহাকে শোভা-মণ্ডিত করিয়াছি।

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۝

১৮। এবং আমরা উহাকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান
হইতে হিফায়ত করিয়াছি।

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۝

১৯। কিন্তু যে ব্যক্তি চুরি করিয়া কোন (ওহীর) কিছু উন্মিয়া
নয় (এবং বিকৃত করিয়া ছড়ায়), তখন এক অতি উজ্জল
অগ্নিশিখা তাহার পিছনে ধাওয়া করে।

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ۝

২০। এবং ভূপৃষ্ঠকে আমরা বিস্তৃত করিয়াছি এবং
উহাতে মযবুত পর্বতমালা সংস্থাপন করিয়াছি এবং
উহাতে সর্বপ্রকার বস্তু স্-পরিমিত ভাবে উৎপন্ন করিয়াছি।

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا
فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۝

২১। এবং উহাতে আমরা নানা প্রকার উপজীবিকা সৃষ্টি
করিয়াছি তোমাদের জন্য এবং তোমরা যাহাদের রিয়ক-দাতা
নহ তাহাদের জন্যও।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ
بِذُرِّيَّةٍ ۝

২২। এবং এমন কোন বস্তু নাই যাহার (অফুরন্ত) ভান্ডার
সমূহ আমাদের নিকট নাই এবং আমরা কেবল নিরূপিত
পরিমাণ ব্যতিরেকে উহা অবদান করি না।

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ
إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝

২৩। এবং আমরা বোঝা বহনকারী-সংযোজনকারী
বায়ুরাশি প্রেরণ করি, অতঃপর মেঘমালা হইতে বারিধারা বর্ষণ
করি, তৎপর আমরাই তোমাদিগকে উহা পান করাই; বস্তুতঃ
তোমরা উহার সঞ্চয়কারী নহ।

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحِجًا مُّتَارِنًا مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَنْسَقَ لَكُمْ بِهِ وَمَا نَسْمُرُ لَهُ بِمُخْرَجِينَ ۝

২৪। এবং নিশ্চয় আমরাই জীবন দান করি এবং আমরাই মৃত্যু দিই এবং আমরাই একমাত্র উত্তরাধিকারী।

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা অগ্রে গমন করিয়াছে আমরা তাহাদিগকে জানি, এবং তাহাদিগকেও আমরা জানি যাহারা পশ্চাতে রহিয়াছে।

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٥﴾

[১০]

২৬। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই তাহাদিগকে সমবেত করিবেন। নিশ্চয় তিনিই পরম প্রজাময়, সর্বভানী।

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَجْمَعُهُمْ إِنَّهُ خَبِيرٌ عِلْمُهُ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং নিশ্চয় আমরা ইনসানকে সৃষ্টি করিয়াছি (খনন্নে) শুষ্ক কাদা অর্থাৎ এমন কাল পচা কাদা হইতে, বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে যাহার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مُسْنُونٍ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং ইতিপূর্বে আমরা জিম্মকে অত্যন্ত উত্তম বায়ুর আওন হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।

وَالْجِبَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্বাদিগকে বলিলেন, ‘আমি নিশ্চয়ই মানুষ সৃষ্টি করিতে চলিয়াছি খনেখনে শুষ্ক কাদা হইতে অর্থাৎ এমন কাল পচা কাদা হইতে, বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে যাহার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مُسْنُونٍ ﴿٢٩﴾

৩০। অতঃপর, যখন আমি তাহার পঠনকার্য সূস্পন্ন করি এবং তাহার মধ্যে আমার বাণী হইতে কিছু বণী ফুৎকার করি, তখন তোমরা তাহার (আনুগত্যের) জন্য সেজদায় পড়িয়া যাও।’

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। সূতরাং ফিরিশ্বাগণ সকলেই সমবেতভাবে সেজদা করিল—

سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣١﴾

৩২। ইবলীস ব্যতিরেকে; সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে অস্বীকার করিল।

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩। তিনি বলিলেন, ‘হে ইবলীস! তোমার কি হইয়াছে যে তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে না?’

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٣﴾

৩৪। সে বলিল, ‘আমি এমন নহি যে, এইরূপ এক মানুষের জন্য সেজদা করি যাহাকে তুমি সৃষ্টি করিয়াছ খনেখনে শুষ্ক কাদা হইতে অর্থাৎ এমন কাল পচা কাদা হইতে, বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে যাহার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।’

قَالَ لَمْ أَكُنْ لَوْلَا عَلَّمْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مُسْنُونٍ ﴿٣٤﴾

৩৫। তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, কারণ তুমি নিশ্চয় বিতাড়িত,

قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝

৩৬। এবং নিশ্চয় বিচার-দিবস পর্যন্ত তোমার উপর অভিসম্পাত।'

وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝

৩৭। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! তাহা হইলে সেই দিন পর্যন্ত তুমি আমাকে অবকাশ দাও যেদিন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে।'

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

৩৮। তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত —

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝

৩৯। নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত।'

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝

৪০। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! যেহেতু তুমি আমাকে বিপথগামী সাবাস্ত করিয়াছ, অতএব নিশ্চয় আমি তাহাদের জন্য পৃথিবীতে (বিপথগামীতাকে) সুশাসিত করিয়া দেখাইব এবং নিশ্চয় আমি তাহাদের সকলকে বিপথগামী করিব,

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَوَيْتُكَ لَا تَرِنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا عِوَيْتُهُمْ أَجْعَلُ عَيْنٌ ۝

৪১। তাহাদের মধ্য হইতে কেবল তোমার নিষ্ঠাবান মনোনীত বান্দাগণ ব্যতিরেকে।'

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْخَالِصِينَ ۝

৪২। তিনি বলিলেন, 'আমার দিকে আসিবার ইচ্ছাই সরল-সুদৃঢ় পথ;

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝

৪৩। নিশ্চয় যাহারা আমার বান্দা, তাহাদের উপর কখনও তোমার কোন আধিপত্য হইবে না, তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা পথভ্রষ্টদের মধ্য হইতে তোমার অনুসরণ করিবে।'

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝

৪৪। এবং নিশ্চয় জাহান্নাম তাহাদের সকলের জন্য প্রতিশ্রুত স্থান—

وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْعَلُ عَيْنٌ ۝

৪৫। যাহার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য তাহাদের মধ্য হইতে এক নির্ধারিত অংশ থাকিবে।

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْصُومٌ ۝

৪৬। নিশ্চয় মোতাকীফগণ জন্মাত ও ঝরনাসমূহ থাকিবে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

৪৭। 'তথায় তোমরা শাস্তির সহিত নিরাপদে প্রবেশ কর।'

أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ ۝

৪৮। এবং তাহাদের বন্ধুসমূহ যেসকল বিদ্রোহ থাকিবে, আমরা উহা দূর করিয়া দিব, তাহারা ভাই ভাই হইয়া সামনাসামনি আসনে (উপবিষ্ট) হইবে;

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۝

৪৯। উহাতে তাহাদিগকে ক্লান্তিও স্পর্শ করিবে না, এবং উহা হইতে তাহারা বহিষ্কৃতও হইবে না।

لَا يَسْتَهْمِرُ فِيهَا نَسَبٌ وَمَا هُمْ بِهَا مُخْرِجِينَ ﴿٤٩﴾

৫০। (হে নবী!) আমার বান্দাদিগকে তুমি এই সংবাদ অবহিত কর যে, নিশ্চয় আমি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يَنِّي عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং (ইহাও) যে, আমার শাস্তি নিশ্চয় বড় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَأَنِّي عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥١﴾

৫২। এবং তুমি তাহাদিগকে ইব্রাহীমের মেহমানগণ সম্বন্ধে অবহিত কর।

وَيَنبِئُهُمْ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥٢﴾

৫৩। যখন তাহারা তাহার নিকট আসিল তখন তাহারা সানাম বলিল। সে বলিল, “নিশ্চয় আমরা তোমাদের জন্য ভীত।”

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। তাহারা বলিল, “ভীত হইও না, নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক মহাজানী পুত্রের সূসংবাদ দিতেছি।”

قَالُوا لَا تَوَجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَظِيمٍ ﴿٥٤﴾

৫৫। সে বলিল, “আমাকে বার্ষক স্পর্শ করা সহ্যও কি তোমরা আমাকে এই সূসংবাদ দিতেছ? অতএব, কিসের (ভিত্তিতে) তোমরা আমাকে সূসংবাদ দিতেছ?”

قَالَ ابْشِرْ مُؤْمِنِي عَلَىٰ أَن تَكُنِيَ الْيَكْرَمُ يَبْرُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬। তাহারা বলিল, “আমরা তোমাকে সত্য সূসংবাদ দিয়াছি, সুতরাং তুমি হতাশাগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।”

قَالُوا ابْشِرْكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِنَ الْقَاطِنِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭। সে বলিল, “একমাত্র পথপ্রস্তুত বাতীত আর কে স্বীয় প্রভুর রহমত হইতে হতাশ হইতে পারে?”

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। সে বলিল, “হে প্রেরিতগণ!, তোমাদের (আগমনের) মুখ্য উদ্দেশ্য কি?”

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯। তাহারা বলিল, “নিশ্চয় আমরা এক অপরাধী জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছি,

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٩﴾

৬০। কেবল নৃতের অনুগামীগণ ব্যতীত। নিশ্চয় তাহাদের সকলকে আমরা রক্ষা করিব,

إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَنَجِّيهِمْ جَمِيعِينَ ﴿٦٠﴾

৬১। তাহার স্ত্রী ব্যতীত। আমরা অবধারিত করিয়াছি যে, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।”

﴿٦١﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٦١﴾

৬২। অতঃপর, যখন প্রেরিতগণ নৃতের (এবং তাহার) অনুগামীগণের নিকট আসিল;

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। সে বলিল, 'নিশ্চয় তোমরা একটি অপরিচিত দল।'

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّكَرُّونَ ①

৬৪। তাহারা বলিল, 'বরং (প্রকৃত বিষয় এই যে,) আমরা তোমার নিকট উহার (আযাবের) সংবাদ নইয়া আসিয়াছি যাহা সম্বন্ধে তাহারা সন্দেহ পোষণ করিয়া আসিতেছে ;

قَالُوا بَلْ جُنُكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَرْوُونَ ②

৬৫। এবং আমরা তোমার নিকট নিশ্চিত সংবাদ নইয়া আসিয়াছি, এবং আমরা নিশ্চয় সত্যবাদী;

وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ③

৬৬। সূতরাং তুমি রাষ্ট্রির (শেষের) কোন অংশে নিজ পরিবারবর্গকে নইয়া চলিয়া যাও এবং তুমি স্বয়ং তাহাদের পশ্চাদানুসরণ কর। এবং তোমাদের মধ্যে যেন কেহ পিছনের দিকে ক্রিয়য়া না তাকায় এবং তোমাদিগকে যেস্থানে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইতেছে তোমরা সকলে সেখানে চলিয়া যাও।'

فَأَمِّرْ بِأَهْلِكَ يَقْطَعِ مِنَ النَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَكْثَرَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ
مِنْكُمْ أَحَدًا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ④

৬৭। এবং আমরা তাহাকে এই কথা নিশ্চিত ভাবে জানাইয়া দিয়াছিলাম যে, নিশ্চয় প্রভাত হওয়ার সংগে সংগে এই সকল লোকের মূল কাটিয়া দেওয়া হইবে।

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ
مُّضْمَرِينَ ⑤

৬৮। এবং সেই শহরের অধিবাসীরা আনন্দে উল্লাস করিতে করিতে দৌড়িয়া আসিল।

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ⑥

৬৯। সে বলিল, 'নিশ্চয় ইহারা আমার মেহমান, সূতরাং তোমরা আমাকে অপদস্থ করিও না;

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ صَنِيعِي فَلَا تَفْضَحُونِ ⑦

৭০। এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমাকে লাক্ষিত করিও না।'

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْرَؤُنَ ⑧

৭১। তাহারা বলিল, 'আমরা কি তোমাকে সারা দুনিয়ার লোক (আপায়ন করা) হইতে বারণ করি নাই ?'

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ⑨

৭২। সে বলিল, 'যদি তোমরা (আমার বিরুদ্ধে) কিছু করিতেই চাহ, তাহা হইলে আমার এই কন্যাগণ (তোমাদের মধ্যে জামিন স্বরূপ) আছে।'

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ⑩

৭৩। (হে নবী!) তোমার জীবনের কসম, নিশ্চয় তাহারাও নিজদের মততাম্ব দিশাহারা হইয়া বেড়াইতেছে।

لَعَنَكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ بِعَهُونَ ⑪

৭৪। অতঃপর, সেই (প্রতিশ্রুত) বিকট শব্দকারী আযাব সূর্যোদয়কালে তাহাদিগকে ধৃত করিল।

فَأَخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ⑫

৭৫। তখন আমরা উহার ঊর্ধ্বদেশকে উহার তলদেশে পরিণত করিয়া দিলাম, এবং তাহাদের উপর কঙ্করজাত প্রস্তর বর্ষণ করিলাম।

فَجَعَلْنَا عَلَيَّهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً
مِّن سِجِّيلٍ ۝

৭৬। নিশ্চয় ইহাতে বিচক্রণ লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن يَعْقِلُ ۝

৭৭। এবং নিশ্চয় উহা স্বায়ী মহা সড়কের উপর অবস্থিত।

وَأَنَّهَا لَاسِيْرَةٌ مُّقْرَّنَةٌ ۝

৭৮। নিশ্চয় ইহার মধ্যে মো'মেনদের জন্য নিদর্শন আছে।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

৭৯। এবং জঙ্গলবাসীরাও অবশ্যই যালেম ছিল।

وَرَأَىٰ كَانَ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۝

৮০। সুতরাং আমরা তাহাদের নিকট হইতেও প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম এবং এই উভয় স্থানই উন্মুক্ত রাজপথে অবস্থিত।

فَنَاقَسْنَا بَيْنَهُمَا وَكَلَّمْنَا الْيَمِينَ ۝

৮১। এবং হিজরবাসীগণও আমাদের রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

৮২। এবং আমরা তাহাদিগকেও আমাদের নিদর্শনাবলী প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা এগুলি হইতে মুখ ফিরাইয়া নইল।

وَأَنبِئْهُمْ أَنِّي نَارُوا عَنْهَا مَعْرِضِينَ ۝

৮৩। এবং তাহারা নিরাপদে পাহাড় পৃষ্ঠে খনন করিত।

وَكَاؤُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ۝

৮৪। কিন্তু প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (প্রতিশ্রুত) এক বিকট শব্দকারী আঘাত তাহাদিগকে ধৃত করিল।

فَأَعَدَّتْ لَهُمُ الْقَيْمَةُ مُصْبِحِينَ ۝

৮৫। তখন তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছিল উহা তাহাদের কোন কাজেই আসিল না।

فَمَا آغْنَاهُمْ عَنْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝

৮৬। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা আমরা যথায়থভাবেই সৃষ্টি করিয়াছি; এবং সেই নির্দিষ্ট মুহূর্ত অবশ্যই আসিবে, সুতরাং তুমি হুঁব সুন্দরভাবে মার্জনা কর।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بَرَاءً
وَرَأَىٰ النَّامَةِ لَآيَةً فَاصْفَحَ الصَّالِحُ الْحَنِئِلُ ۝

৮৭। নিশ্চয় তোমার প্রভুই মহান স্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝

৮৮। এবং আমরা অবশ্যই তোমাকে পুনঃ পুনঃ পাঠ্য সপ্ত আয়াত ও মহান কুরআন প্রদান করিয়াছি।

وَلَقَدْ أَنبَأْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الثَّانِي وَالْأَوَّلِ الْكَلِيمُ ۝

৮৯। আমরা তাহাদের মধ্য হইতে কতক দলকে (সাময়িক) সুখ-সন্তোষের যে উপকরণসমূহ দিয়াছি উহার দিকে তুমি তোমার চক্ষুদ্বয়কে কখনও সম্প্রসারিত করিও না, এবং তাহাদের জন্য দুঃখ করিও না; এবং মো'মেনদের প্রতি তোমার (মমতার) ডানা বুঁকাইয়া রাখ।

৯০। এবং তুমি বল, নিশ্চয়ই আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

৯১। এইজন্য যে, আমরা তাহাদের উপর (শাস্তি) অবতীর্ণ (করার সিদ্ধান্ত) করিয়াছি; যাহারা (হে রসূল! তোমার বিরুদ্ধে) নিজদিগকে বিভিন্নদলে বিভক্ত করিয়া-ছিল,

৯২। যাহারা কুরআনকে বহু মিথ্যার সমষ্টি বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছিল।

৯৩। অতএব, তোমার প্রভুর কসম, আমরা নিশ্চয় তাহাদের সকলের নিকট কৈফিয়ত তলব করিব;

৯৪। উহা সম্বন্ধে, যাহা তাহারা করিয়া আসিতেছিল।

৯৫। অতএব, তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ দেওয়া হইয়াছে উহা তুমি (লোকদের নিকট) সবিস্তারে বর্ণনা কর এবং মোশরেকদেরকে উপেক্ষা কর।

৯৬। নিশ্চয় বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমরাই তোমার জন্য যথেষ্ট —

৯৭। যাহারা আল্লাহর সংসে আরও মা'ব্দ স্থির করিয়াছে; সূতরাং তাহারা অচিরেই (উহার পরিণাম) জানিতে পারিবে।

৯৮। এবং আমরা নিশ্চয় জানি যে, তাহারা যাহা বলিতেছে উহাতে তোমার অন্তঃকরণ সংকুচিত হইতেছে।

৯৯। অতএব, তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

১০০। এবং তুমি তোমার উপর মৃত্যু আসা পর্যন্ত তোমার প্রভুর ইবাদত করিতে থাক।

لَا تَذْكُ عَيْنِيكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفْصٌ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٥﴾

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْبَيِّنُ ﴿٩٦﴾

كَمَا أَرْسَلْنَا عَلَى الْمُتَقَبِّحِينَ ﴿٩٧﴾

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩٨﴾

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٩﴾

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٠﴾

فَصَلِّ عَلَىٰ بُنَاؤِهِمْ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠١﴾

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمَسْتَهْزِئِينَ ﴿١٠٢﴾

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَخِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿١٠٤﴾

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١٠٥﴾

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿١٠٦﴾